হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি), ২০১৭-২০২০: সফলতার চার বছর

পটভূমিঃ

প্রকৃতির অপার রহস্যের অন্তর্নিহিত তথ্য আহরণ ও উদঘাটন করে মানব কল্যাণে তা প্রয়োগ করার কৌশলই হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কৃষি প্রধান বাংলাদেশর অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকল্পিত প্রয়োগ অপরিহার্য। কৃষিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উত্তর জনপদ দিনাজপুরের প্রকৃতিক মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে রয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কৃষি ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের এগো-ইকোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে ১৯৭৯ সালে এখানে একটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে ৩ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা ডিগ্রি দেয়া হত। ১৯৮৮ সালে এক সরকারী সিদ্ধান্তে এই এটিআইকে কৃষি কলেজে উন্নীত করা হয়। কলেজটি দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গের কৃত সন্তান, কৃষকের স্বার্থে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হাজী মোহাম্মদ দানেশ এর নামে নামকরণ করা হয়। হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), ময়মনসিংহের একাডেমিক তত্ত্বাবধানে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত এবং এখান থেকে চার বছর মেয়াদী বি.এস.সি.এজি. (অনার্স) ডিগ্রি দেয়া হত।

১৯৯৬ সালে জাতির জনকের সুযোগ্য উত্তরসুরী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে দেশকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে। তারই ফলশ্রুতিতে সরকার সারাদেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রাথমিকভাবে রংপুর, দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল ও রাঙ্গামাটিতে ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরের বড় মাঠ ময়দানে এক বিশাল জনসভায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার এক ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরবঙ্গে প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি), দিনাজপুর- এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই ভাইস-চ্যান্সেলর এর মর্যদায় দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আনিসুর রহমানকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচে বি.এসসিএজি. (অনার্স) প্রোগ্রামে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ২০০১ সালে ৮ই জুলাই (২৪ আষাঢ়,১৪০৮ বঙ্গাব্দ) তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৩৫ নম্বর আইন হিসেবে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হয়। অত:পর ২০০২ সালের ৮ই এপ্রিল গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি এবং প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন মিঞাকে নিয়োগ দান করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রাগ্রসর বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানর্চ্চা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ গুরত্বদানসহ পাঠদান, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, ও কৃষকদের মাঝে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। ৮৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১২০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়রত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি অনুষদের ৪৫টি বিভাগ থেকে ২৩টি ডিগ্রি প্রদান করা

হয়। তাছাড়া পোস্ট-গ্রাজুয়েট ফ্যাক্যালটি থেকে এম.এস. এবং পিএইচ.ডি. প্রদান করা হয়। ইতিপূর্বে যাঁরা ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন: প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন মিঞা (০৮-০৪-২০০২ থেকে ৩০-০৮-২০০৬) , দ্বিতীয়: প্রফেসর ড. মো মোতাহার হোসেন মন্ডল (৩১-০৮-২০০৬ থেকে ২১-০৪-২০০৭), তৃতীয়: প্রফেসর মো. রুহুল আমীন (২২-০৪-২০০৭ থেকে ০২-০৯-২০০৮), চতুর্থ: প্রফেসর ড. এম. আফজাল হোসেন (০৩-০৯-২০০৮ থেকে ১২-০৯-২০১২), এবং পঞ্চম: প্রফেসর মো. রুহুল আমীন (২৭-০৯-২০১২ থেকে ২৬-০৯-২০১৬)। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম দায়িত্ব গ্রহণ করেন ০২-০২-২০১৭ তারিখে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২১জন শিক্ষক, ২১৩জন কর্মকর্তা ও ৩০২জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম ১৯৫৩ সালের ১৬ই জুন লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার বড়খাতা ইউনিয়নের নিজ সেখ সুন্দর গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে স্থানীয় বাউড়া পাবলিক হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি. পাশ করেন এবং ১৯৭০ সালে রংপুর কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি.এসসি. এজি. (অনার্স) ডিগ্রি এবং ১৯৭৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এসসি. (এজি.এক্সস্ট.এড.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (ম্যাডিসন ক্যাম্পাস) থেকে এক বছর ব্যাপী সম্প্রসারণ শিক্ষা ও প্রশাসন বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অত:পর তিনি ১৯৮৩ সালে কমনওয়েল্থ স্কলারশীপ নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং ১৯৮৬ সালে রিডিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি জাপান সরকারের জে.এস.পি.এস. ফেলোশীপ এর আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯৯৮ সালে এক বছরের জন্য হিরোশীমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা করতে যান। প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম এ পর্যন্ত সম্প্রসারণ শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৯টি পাঠ্যবই রচনা করেছেন। দেশীয় জার্নালে ১৪৬টি এবং বিদেশী/আন্তর্জাতীক জার্নালে তাঁর ৩৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় তাঁর ১৪টি সম্প্রাসারণ শিক্ষা ও উন্নয়নমূল লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং ২৫টি টেকনিক্যাল/রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পেসিয়াম ও কর্মশালায় যোগদান এবং গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজক সংস্থার আর্থিক অনুদানে তিনি ২৫টি দেশ ভ্রমন করেছেন। দেশগুলো হলো: (১) যুক্তরাষ্ট্র, (২) যুক্তরাজ্য, (৩) ব্রাজিল, (৪)ভারত, (৫) অস্ট্রেলিয়া, (৬) সিঙ্গাপুর, (৭) জাপান, (৮) দক্ষিণ কোরিয়া, (৯) থাইল্যান্ড, (১০) কানাডা, (১১) মালেয়েশিয়া, (১২) সংযুক্ত আরব আমিরাত, (১৩) সৌদি আরব, (১৪) সুইডেন, (১৫) ফিনল্যান্ড, (১৬) শ্রীলংকা, (১৭) কাতার, (১৮) উগান্ডা, (১৯) ইথোওপিয়া, (২০) নেপাল, (২১) নেদারল্যান্ড, (২২) জার্মানী, (২৩) তুরস্ক, (২৪) ভূটান ও (২৫) চীন।

প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম ১৯৬৭ সালে ছাত্রলীগের সদস্য হন। ছাত্রজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সংগে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর সংগে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সংগঠকের কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত সংগঠন "গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফেরাম" এর সদস্য হন। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের হয়ে নির্বাচন করে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০০০ সালে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি "বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ" ময়মনসিংহ এর নির্বাহী সদস্য হিসাবে কাজ করেন।

প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম ২০১৭ সালের ০২ ফেব্রুয়ারী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে হাবিপ্রবির সার্বিক উন্নয়ণ মূলক কর্যকান্ডঃ

১। একাডেমিক কার্যক্রমঃ

হাবিপ্রবি থেকে প্রদত্ত ডিগ্রি সমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি সমূহের সাথে সংগতি রেখে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা হলোঃ

১) নতুন ডিগ্রি চালু: সমন্ধিত বিবিএ ডিগ্রিকে আরো সুনির্দিষ্ট ও চাহিদা ভিত্তিক করার লক্ষ্যে (ক) বিবিএ ইন্ একাউন্টিং এ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, (খ) বিবিএ ম্যানেজমেন্ট, (গ) বিবিএ ইন্ মার্কেটিং এবং (ঘ) বিবিএ ইন্ ফিন্যান্স প্রোগাম চালু।

২) ডিগ্রির নাম রুপান্তর: বিএসসি এগ্রিকালচার এ্যান্ড এগ্রিবিজনেজ (অনার্স) ডিগ্রি কে বি.এসসি.এজি. (অনার্স) ডিগ্রিতে রুপান্তর।

৩) নতুন বিভাগ চালু: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ডেভেল্পমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ চালু করে বিবিএ (অনার্স) ইন্ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিগ্রি চালু। ০১ অক্টেবর ২০১৮ তারিখ থেকে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

৪) সেসনজট নিরসন/হ্রাস: নানমূখী সমস্যায় জর্জরিত প্রায় ১২ হাজার (১৫০ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী সহ) শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় ৪ মাসের অধিক সময় ছিল ভিসি শুন্য। প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম ভিসি হিসেবে যোগদান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেন। সধাগ্রে তিনি সেসনজট কমানোর কাজে হাত দেন। শতবাধা উপেক্ষা করে দায়িত্বের ৪ বছর শেষ হওয়ার আগেই সেশনজট প্রায় অর্দ্ধেকে কমিয়ে এনেছিলেন তিনি। তবে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে আবারও সেসনজটের মুখে পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

৫) শিক্ষার মানোনয়নে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাস্যুরান্স সেল (IQAC) এর কার্যক্রম জোরদারকরণ: বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশন (UGC) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় "হ্যায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যাস্যুরান্স এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (HEQEP)" এর আওতায় বাংলাদেশের সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে "ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি সেল" (IQAC) গঠন করা হয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫ সালে এটি গঠিত হলেও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কার্যক্রম স্তবির হয়ে পড়েছিল। ২০১৭ সাল থেকে এর কার্যক্রম জোরদার করা হয়। প্রোগ্রাম সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট কমিটি (PSAC) সমূহের কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার জন্য কমিটির সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি প্রোগ্রামের বিপরিতে "HEQEP" এর শর্তানুযায়ী একটি করে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (SAR) আইকিউএসি এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে জমা দেয়া হয়।

৬) আউটকাম বেইজড কারিকুলাম (COBC) প্রণয়ণ: বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ডিগ্রি সমূহকে আরো যুগোপযোগী, সার্বজনীন ও বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাস্যুরান্স সেল (IQAC) এর ব্যবস্থাপনায় Faculty Self Assessment Committee (FACSAC) ও Programme Self Assessment Mommittee (PSAC) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বিভাগে আউটকাম বেইজড কারিকুলাম (OBC) প্রনয়ণের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, আউটকাম বেইজড্ কারিকুলাম বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (BAC) কতৃক প্রাতিষ্ঠানিক ও ডিগ্রি সমূহের এ্যাক্রিডিটেশন প্রদানের অন্যতম শর্ত।

৭) পরীক্ষার ফলাফল অটোমেশন: সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষা কায়ক্রম পরিচালনায় মূল সুবিধা হলো সেসনজটের অভিশাপ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত করা। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার পর ১৫ দনের

মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা করা কথা অডিন্যান্সে বলা থাকলেও বাস্তবে প্রকাশিত হয় না। সেসনজটের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। সেসনজট এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে ঢাকাস্থ "রিভার সফ্ট বিডি" নামক একটি আইটি ফার্মের সহায়তায় প্রতি সেমিস্টারে ৬০ হাজার টাকা চুক্তির বিনিময়ে আপাতত: ৪ সেমিস্টারের জন্য পরীক্ষার ফলাফল অটোমেশনের চুক্তি করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে পরীক্ষা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রষ্টীদ থেকে আইটি ফার্মের সহায়তা ছাড়া নিজস্ব জনবল দিয়ে ফলাফল অটোমেশনের কাজ চালু করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাইল ফলক হিসাবে স্বরণীয় হয়ে থাকবে।

৮) লাইব্রেরী অটোমেশন: বিদেশী ১৫০ ছাত্র-ছাত্রীসহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। বিদেশে এখন এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া যাবেনা সেখানে লাইব্রেরী অটোমেশন নেই। আমাদের দেশেও এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অটোমেশন সমৃদ্ধ লাইব্রেরী বিদ্যমান। এটি এখন সময়ের দাবী। এ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী অটোমেশন না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুত লাইব্রেরী সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষে ২০১৯ থেকে এ বিশ্ববিদ্যায়ের লাইব্রেরী অটোমেশনের কাজ পুরাদমে এগিয়ে চলছে। এতে আনুমানিক খরচ হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। আশা করা হচ্ছে জানুয়ারী ২০২১ সালের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী অটোমেশনের কাজ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

৯) দক্ষ জনবল নিয়োগ: জাতীয় দৈনিক বহুল প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ৩২ জন শিক্ষক, ২১ জন কর্মকর্তা ও ২২ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়। একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৫-৩৮ বছর শিক্ষকতার সুযোগ পান, এবং শিক্ষকরাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করেন। তাই শিক্ষক নিয়োগে সর্ব্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। মোট ৫টি মানদন্ডে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। মানদন্ড সমূহের নম্বর বিভাজন নিম্নরূপ: (১) একাডেমিক ফলাফল-১৩, (২) অভিজ্ঞতা-২, (৩) লিখিত পরীক্ষা-৫০, (৪) মৌখিক-২০, এবং (৫) লেকচার প্রদর্শন-১৫। এক ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা প্রশ্নের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ৫ জন বিষয় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কমিটির সদস্যের নিকট থেকে ৫ টি করে প্রশ্ন নিয়ে মোট ২৫ টি প্রশ্নের মধ্য থেকে প্রত্যেকের প্রশ্নের ১ টি করে ৫ টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করা হয়। নির্বাচনী কমিটির সকলকেই পরীক্ষা হলে সুপারভিশনে যান। পরীক্ষা শেষে কোড নম্বরের ভিত্তিতে প্রত্যেক সদস্য তাঁর নিজ নিজ করা প্রশ্ন সমূহের নম্বর প্রদান করেন। মৌখিক পরীক্ষা ও লেকচার প্রদর্শন শেষে লিখিত পরীক্ষার নম্বর যোগ করা হয়। কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে মোট ৫০ নম্বর (সনদপত্র-৮, অভিজ্ঞতা-২, লিখিত-২০, ও মৌখিক-২০) প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনী কমিটির ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা হয় যেহতু তাদের কারো কারো আক্ষারিক জ্ঞান নেই।

১০) সমঝোতা স্মারক: শিক্ষার মনোন্নয়নে ২০১৭ সালের পর থেকে এপর্যন্ত ৫ টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

১১) লীভ রুলস্-২০২০ (সংশোধিত) প্রায়ণ ও বাস্তবায়ন: বিদ্যমান লীভ কুলস্-২০০৪টি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা পূরণে সমস্যা হওয়ায় এটি সংশোধণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই লীভ রুলস্-২০০৪টি একটি কমিটি গঠণের মাধ্যমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংগতি রেখে যুগোপযোগী করা হয়। মার্চ ২০২০ সাল থেকে লীভ রুলস্-২০২০ (সংশোধিত) কার্যকর করা হয়। এতে করে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা সুরাহা হয়।

১২) পরীক্ষা পারিতোষিক পুণ:নির্দ্ধারণ ও বাস্তবায়ন: ২০১৫ সালে সরকার কর্তৃক নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়। স্বাভাবিকভাবে বাজারে জিনিস পত্রের দামও বৃদ্ধিপায়। কিন্তু আনুপাতিক হারে পরীক্ষা পারিতোষিক বৃদ্ধি হয়নি। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষ পারিতোষিক বৃদ্ধি করা হলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি বৃদ্ধিকরণের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্ব-উদ্যোগে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংগতি রেখে একটি কমিটি গঠন করে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ২১-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদন অনুযায়ী ২০১৮ সালের জানুয়ারী-জুন সেসন থেকে পরীক্ষ পারিতোষিক বৃদ্ধি করা হয়।

২। গবেষণা কার্যক্রম:

বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পর থেকে গবেষণার অংশ হিসাবে বিভিন্ন বিভাগে এম.এস. ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রির নিমিত্তে অধ্যায়রত ছাত্র-ছাত্রীরা মাঠ পর্যায়ো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গবেষণা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস বিষয়ক গবেষণার জন্য ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে প্রায় সাড়ে ছয় একর জমির উপর একটি "কৃষি গবেষণা কমপ্লেক্স" (ARC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষি গবেষণা কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে: (১) মাঠ ফসল গবেষণাগার, (২) গবাদিপশু গবেষণাগার, (৩) হাঁস-মুরগি গবেষণাগার, ও (৪) মৎস হ্যাচারী। এছাড়াও কৃষক পর্যায়ে কৃষকদের সমন্বয়ে সরেজমিনে গবেষণা করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত " কৃষক সেবা কেন্দ্র (FSC)" এর মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে বিরাজমান ফসলের উপর চাহিদা-ভিত্তিক (Need-based) গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি গবেষণা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভন্ন প্রকার ফসল, কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, এবং মৎস বিষয়ে প্রাযোগিক ও চাহিদা ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন। ইতিমধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। কৃষি প্রকৌশলী গবেষকগণ কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় শিল্প উদ্যেক্তাদের সাথে গবেষণা করে দানাদার শষ্য যেমন: ধান,গম,ভূট্টা ইত্যাদি শুকানোর জন্য "মাল্টি গ্রেইন ড্রায়ার" উদ্বোধন করেছেন। এটি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তাছাড়া কালজামের বীজ থেকে কিভাবে মরণ ব্যাধি ডায়াবেটিসকে প্রশমিত করা যায় সেরকম একটি প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে প্যাটেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। শস্য গবেষণার মাধ্যমে ইতিমধ্যে HSTU-1, HSTU-2 নামে দুইটি করল্লার জাত সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্যাটেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া ইনস্টিউট অব রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং (আইআরটি) থেকে বিভিন্ন অর্থপ্রদানকারী সংস্থা থেকে প্রদত্ত অর্থের মাধ্যমের নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে।

৩। প্রশিক্ষণ:

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মূল কাজ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও গবেষণাকার্য সম্পাদন হলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আরো ২টি অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। তা হলো: (১) প্রশিক্ষণ প্রদান (২) বহিরাঙ্গন/গ্রামোন্নয়ন কাজে অংশ গ্রহণ। ইনস্টিটিউশানাল কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স সেল (IQAC), ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং এবং কৃষক সেবা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মে ২০১৭ সাল থেকে জুন ২০২০ সল পর্যন্ত আই.কিউ.এ.সি. এবং আইআরটি থেকে যেসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

(ক) আইআরটি: শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী (বাস ড্রাইভার, হেলপারসহ) এবং কৃষকদের (ফসল চাষী, ডেয়রী খামারী ও মাছ চাষী) জন্য ফেব্রুয়ারী-২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭ টি প্রশিক্ষণ

আয়োজন করা হয়। শিক্ষকদের জন্য ৬ টি, কর্মকর্তাদের জন্য ৪ টি, কর্মচারীদের জন্য ২ টি এবং কৃষকদের জন্য ৫ টি এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(খ) আইকিউএসি: ২০১৭ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু করে ২০২০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত আইকিউএসি থেকে বিভিন্ন ক্যাটেগরির শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে ২৯ টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে ২০১৭ সালে ৫ টি, ২০১৮ সালে ১১ টি,২০১৯ সালে ৮ টি এবং ২০২০ সালে ৫ টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৪। বহিরাঙ্গণ ও গ্রামন্নোয়ন কর্মকান্ডঃ

একটি প্রায়োগিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান, গবেষণা কর্মকান্ড সম্পাদন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত জ্ঞান ও প্রযুক্তি সমূহ গ্রামন্নোয়নের লক্ষ্যে কৃষকদের সাথে সেতু বন্ধন তৈরী করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ বিষয়টি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে একেবারেই অবহেলিত ছিলো। ২০১৭ সালের পর এ লক্ষ্যে যেসব উদ্যেগ নেয়া হয়েছে তা হলো:

(১) কৃষি সেবা কেন্দ্র (FSC) স্থাপন: বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কৃষকদের সেতু বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে ০৯ই জানুয়ারী ২০২০ তারিখে "কৃষক সেবা কেন্দ্র (FSC)" এর উদ্বোদন করা হয়। কৃষক সেবা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে: (ক) কৃষি বিষয়ক যেকোন তথ্য, পরমার্শ, এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ বিষয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদান, (খ) গবাদি-পশু, হাঁস-মুরগি পালন ও চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, (গ) মৎস সম্পদ উন্নয়ন ও মৎস জীবিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, (ঘ) কৃষি উন্নায়নে ই-সেবা চালুকরণ, (ঙ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান, (চ) কৃষকের চাহিদা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং (ছ) প্রযুক্তি ভিক্তিক (Commodity Based) সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি। এছাড়াও সময়ে সময়ে অবস্থার নিরিখে কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ যেমন: পোষ্টার, বুলেটিন, ও বুকলেট তৈরী করে কৃষকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে কৃষকদের মাঠে বিদ্যমান ফসল ভিত্তিক "মাঠ দিবস" আয়োজনের মাধ্যমে কৃষক সমাবেশ করে প্রযুক্তির প্রয়োগ বিষয়ে কৃষকদের সাথে সরাসরি মত বিনিময় করা হয়।

(২) ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারী ক্লিনিক (MVC) স্থাপন: দেশে কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায় পযন্ত রয়েছে কৃষক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন: কৃষি সম্প্রসারণ আধদপ্তর (ডি.এ.ই.), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি.এ.ডি.সি.) তূলা উন্নয়ন বোর্ড সহ আরো অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, এবং এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একমাত্র পশুসম্পদ সম্পদ বিভাগ (ডি.এল.এস.) ছাড়া গ্রাম পর্যায়ে কাজ করার মত আর কোন সংগঠন নেই। বর্তমানে গ্রাম এলাকায় অসংখ্য হাঁস-মুরগি খামার ও ডেয়রী খামার গড়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সুপরামর্শের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এসব খামারের হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলের মোড়কে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এসব বিষয় মনে রেখে ১২-০২-২০২০ তারিখে প্রায় ৯০ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে এ বিশ্ববিদ্যরলয়ে একটি অত্যাধুনিক "ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC)" স্থাপন করা হয়েছে। এই ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকগণ তাদের গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য পশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনা, রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, ও চিকিৎসা সেবা তাদের দোরগোড়ায় পেয়ে যাচ্ছেন। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা প্রদান করায় ইতিমধ্যেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জেগেছে। অনেক সময় কৃষকরা তাদের অসুস্থ গৃহপালিত পশু জেলা পর্যায়ের অবস্থিত পশু হাসপাতাল এমনকি উপজেলা পশু হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারেনা। আর যাঁরা আসতে পারেন,

তাদের অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। গরীব কৃষকরা বিশেষ করে মহিলা খামারিরা এ ধরণের অনৈতিক ঝুকি এড়িয়ে চলেন। ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারি ক্লিনিক কৃষকদের দোরগোড়ায় গিয়ে সেবা প্রদান করায় কৃষকরা যারপর নেই উপকৃত হচ্ছেন; শুধুমাত্র নাম মাত্র ফি প্রদান করেই তাঁরা অতি সহজেএ সেবা পাচ্ছেন।

৫। ক্যারিয়ার এ্যাডভাইজারী সার্ভিস (CADS) প্রতিষ্ঠাঃ

ছাত্র-ছাত্রীরা ডিগ্রি অর্জনের পর দেখা যায় অনেক সময় বেকার জীবন যাপন করে। এ সময়টি তাদের জন্য খুবই দু:খের ও কষ্টের। তাছাড়া চলমান ছাত্রা-ছাত্রীরা বিশেষ করে চূড়ান্ত পর্বের ছাত্রা-ছাত্রীরা তাদের চাকুরী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত স্কলারশীপ, ফেলোশীপ, এ্যামিসট্যান্টশীপ খুঁজাখুঁজি করে অনেক মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যয় করে থাকে। এসব বিষয় মাথায় রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে ১১ই সেপ্টেম্বর-২০২০ তারিখ থেকে " ক্যারিয়ার এ্যাডভাইজারী সার্ভিস (CADS)" চালু করা হয়। এই সার্ভিসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও বেকার গ্রাজুয়েটগণ দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি সমূহ অতি সহজেই জানতে পারছে। তাছাড়া বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত স্কলারশীপ, ফেলোশীপ, এ্যাসিমট্যান্টশীপ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা জানার সুযোগ পাচ্ছে। বেকার গ্রাজুয়েটরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে সেজন্য বিভিন্ন প্রকার এন্ট্রিপ্রিনিউরশীপ ডেভেল্পমেন্ট বিষয়ে তথ্য প্রপ্তির সুযোগও এখানে রয়েছে।

৬। শিক্ষা-শিল্প প্রতিষ্ঠান সংযোগঃ

বিশ্বের নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গবেষকগণ প্রায়শয়ই শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে চাহিদা-ভিত্তিক (Need Based) গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন। বাংলাদেশের এ নিয়মটি চালু না থাকলেও সম্প্রতি বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশন থেকে জোড়ালো ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের পরামশদেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটির প্রয়োজন অনুধাবন করে ২০১৮ সাল থেকে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিয়য়ে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিভাগ এবং স্থানীয় উত্তোরণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এর যৌথভাবে গবেষণা করে "মাল্টিপল গ্রেইন ড্রায়ার" উদ্ভাবন করেছে যা কৃষক পর্যায়ে ইতিমধ্যেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একই ভাবে ফুড প্রোসেসিং ও প্রিসারভেশন বিভাগ ও "অন্বেষা" নামক একটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কালজামের বীজ থেকে ডায়াবেটিস উপশমের ট্যাবলেট প্রস্তুত করণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

৭। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সাল পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে তার বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

(১) অডিটরিয়াম-২ সংস্কার: এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ২টি অডিটরিয়াম: ১টি হলো হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ আমলে তৈরী (অডিটরিয়াম-১ সেটি ৭০০ আসন বিশিষ্ট) এবং অপরটি সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে তৈরী (অডিটরিয়াম-২ সেটি ২৮০ আসন বিশিষ্ট) । এর মধ্যে অডিটরিয়াম -২ এর শোচনীয় অবস্থার কারণে এটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এটি সংস্কারের কাজে হাতে দেয়া হয়। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এই অডিটরিয়াম সংস্কারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। সংস্কারকৃত অডিটরিয়ামটি উদ্বোধন করা হয় ২৬ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে। অডিটরিয়াম-১ এর সংস্কার কাজের প্রাকলন তৈরী হয়েছে। জুন ২০২১

সালের মধ্যেই সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে নির্দ্ধারণ করা হয়। আনুমানিক অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

(২) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এ/সি সংযোগ: গ্রীষ্মকালে দিনাজপুরের তাপমাত্রা দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে বেশি হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দীয় গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলার রিডিং কক্ষ সমূহে বসে পড়াশুনা করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ২০১৮ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ২য় তলায় এ/সি সংযোগ করা হয়।

(৩) কেন্দীয় মসজিদ সংস্কার: কেন্দীয় মসজিদে মুসল্লিদের নামাজের জায়গা সংকুলান না হওয়ায়, বিশেষ করে জুম্মার নামাজের দিন জায়গার অভাবে অনেকে নামাজ পড়তে না পারায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছিল। তাছাড়া মসজিদ সংলগ্ন ওজুখানা ও টয়লেট সমূহের অবস্থা ও অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় এটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে সংস্কারের কাজ চলমান, আশা করা হচ্ছে ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যেই সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া মুসল্লিদের সুবিধার্থে ২০১৭ সালে মে মাসে কেন্দ্রীয় মসজিদে এ/সি সংযোজন করা হয়।

(৪) ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটিরিয়ালস্ ল্যাবরেটরী স্থাপন: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ম্যাটেরিয়ালস ল্যাবরেটরী না থাকায় তীব্র সংকট দেখা দেয়। এ সমস্যা নিরসনে কম্পিউটার সায়েন্স অনুষদের একটি পরিত্যক্ত বিল্ডিং সংস্কার করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাকটিক্যাল ক্লাস পরিচালনার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্ ল্যাবরেটরী তৈরী করা হয়। পুরাতন বিল্ডিংটি সংস্কার ও ইকুইপমেন্টসহ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং পাশ্বেই আরেকটি নতুন বিল্ডং নির্মানে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস ল্যাবরেটারীটি উন্নত মানের করা হয়। উক্ত ল্যাবরেটরীটি ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও এ ল্যাব থেকে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ও পঞ্চগড় জেলার জনগণও তাদের ম্যাটেরিয়ালস্ টেস্টিং এর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

(৫) ভারচুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন: বর্তমানে মুখামুখি ক্লাস পরিচালনার পাশাপাশি ভারচুয়ালি ক্লাস পরিচালনার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অনেক আগে থেকেই ভরচুয়াল ক্লাসরুম ব্যবহার করে অনলাইনে ক্লাস পরিচালনা করার প্রচলন রয়েছে। সাম্প্রতিককালে কোভিড-১৯ শুরুর পর থেকে ভারচুয়াল ক্লাস পরিচালনার গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়েছে। ভারচুয়াল ক্লাস পরিচালনা করার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে BdREN, HEQEP, UCC এর অর্থায়নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অনুষদে ৫০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস সম্বলিত একটি ভারচুয়াল ক্লাস রুম উদ্বোধন করা হয় ২রা মে ২০১৭ সালে।

(৬) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাস্যুরান্স সেল (IQAC) কার্যলয় স্থাপন: ২০১৫ সাল থেকে IQAC এর কার্যক্রম শুরু হলেও এই ইনস্টিটিউটের জন্য কোন স্থায়ী অফিস ছিল না। পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক এর দায়িত্বে থাকা শিক্ষকগণ তাদের নিজ নিজ কার্যালয় থেকে এর কর্মকান্ড পরিচালনা করছিলেন। একটি স্থায়ী অফিস ও প্রশিক্ষণ রুম না থাকার IQAC এর কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। এটি বিবেচনায় রেখে টি.এস.সি. এর দোতলায় ৭০ আসন বিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষণ রুমসহ পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে খরচ হয় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে এটি উদ্বোধন করা হয়।

(৭) বঙ্গবন্ধু হল উদ্বোধন: এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়ন করলেও এখানে আছে মাত্র ০৮টি হল। বিদেশী ১৫০জন ছাত্রের জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল হল থাকলেও অন্যান্য সকল

ছাত্রের জন্য ছিল মাত্র ০৩টি হল। ছাত্রদের আবাসন সমস্যা লাগবের জন্য ৫০০ শস্যা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু হল উদ্বোধন করা হয় ১৭ই মার্চ ২০১৮ তারিখে অর্থাৎ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্ম বার্ষিকীতে। একই দিনে বঙ্গবন্ধু হলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একটি মুরালও উদ্বোধন করা হয়। তাছাড়াও ঐ হলে ১০লক্ষ টাকা ব্যয় হলের প্যাটেন্ট স্টোন ঢালাই ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(৮) বায়োকেমিষ্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগীয় ল্যাব সংস্কার: এ ল্যাবটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোগত সুবিধার অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। এ ল্যাবটি প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ করে ব্যবহরের উপযোগী করে সংস্কার করা হয়। ৩০জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ব্যবহার উপযোগী এ ল্যাবটি উদ্বোধন করা হয় ১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে।

(৯) মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগীয় ল্যাব সংস্কার: একটি আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ অনুসংঙ্গিক সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ একটি ল্যাব এ বিভাগের অনেক দিনের চাহিদা। এটির অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যাধুনিক মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের এই সমস্যা নিরসনে মৃত্তিকা বিজ্ঞান-১ ল্যাবটি সংস্কারের কাজে হাত দেয়া হয়। প্রায় ৪০জন ছাত্র-ছাত্রীর ব্যবহার উপযোগী এই ল্যাবরেটরীটির উদ্বোধন করা হয় ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ। এ নির্মান কাজে ব্যয় হয় ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭শত টাকা।

(১০) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগীয় ল্যাব সংস্কার: এই বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ল্যাবরেটরীর অপ্রতুলায় নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। তাই নতুন করে স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য একটি ল্যাব এবং স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার জন্য একটি গবেষণার তৈরীর কাজে অর্থ বরাদ্ধ দেয়া হয় ২০১৮ সালে। স্নাতক ল্যাবটরীর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। স্নাতকোত্তর ল্যাবটির কাজও প্রায় শেষ, আশা করা হচ্ছে ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যেই এটি ব্যবহার উপযোগী হবে। এ নির্মান কাজে বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

(১১) আইভি রহমান হলের সংস্কার: সকল হলের মেইন প্রবেশ গেইট থাকলেও আইভি রহমান হল এর নিজস্ব বাউন্ডারী ওয়াল ও প্রবেশ গেইট না থাকায় ছাত্রীদের বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের গেইট দিয়ে তাদের হলে ঢুকতে হতো। এতে করে তাদের অনেক সময় অসুবিধার সমুখীন হতে হত, বিশেষ করে কোন কারনে তাদের যখন রাত্রিবেলায় হলে প্রবেশের প্রয়োজন পড়ত। তাছাড়া হলের ভেতরের অভ্যন্তরিন রাস্তাটিও ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় ছাত্রীদের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল। ছাত্রীদের এই সমস্যা নিরসনে সদর গেইট নির্মান ও আভ্যন্তরিন রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু করা হয়। গত ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে আইভি রহমান হল এর বাউন্ডারী ওয়াল, সদর গেইট ও আভ্যন্তরিন রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। এতে মোট খরচ হয় ১৫ লক্ষ টাকা।

(১২) টি.এস.সি. ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ: বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পর থেকেই প্রক্টর, পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) এর স্থায়ী কোন কার্যালয় না থাকায় তাঁদের কর্মকান্ড পরিচালনা করা দূরহ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া সম্প্রতি গ্রন্থাগার কতৃক বেশ কিছু ই-বই ও ই-জার্নাল ক্রয় করা হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গার অভাবে এগুলো যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিলনা। তাই বিদ্যমান দোতলা টি.এস.সি. ভবনটির ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলা উর্দ্ধগামী সম্প্রসারণ করে ৩য় তলায় প্রক্টর এবং পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) এর কার্যালয় এবং ৪র্থ ও ৫ম তলায় ই-লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। নির্মান কাজে মোট ব্যয় হয় ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৮ হাজার মাত্র। ১১ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে এটি উদ্বোধন করে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

(১৩) হাবিপ্রবি স্কুল ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ: ক্রমাগতভাবে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পাওয়ায় হাবিপ্রবি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংকুলান হচ্ছিলনা বিধায় এটি উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়ে স্কুলটির ২য় ও ৩য় তলা সম্প্রসারণ করা হয়। ০৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে এটি ব্যবহারের জন্য উদ্বোধন করা হয়।

(১৪) সুফিয়া কামাল হলের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ: বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় ৪৫ শতাংশই ছাত্রী। দিন দিন এ হার আরো বেড়ে চলেছে। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরর মেসগুলিতে নিরাপদে থাকতে পারলেও ছাত্রীদের জন্য এটি অনেকটাই বিপজনক। তাই ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা কিছুটা হলেও তা নিরসন কল্পে কবি সুফিয়া কামাল হলের ৪র্থ তলা সম্প্রসারণের উদ্যেগ নেয়া হয়। এ নির্মান কাজে ব্যয় হয় ১ কোটি ৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। এটি ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

(১৫) মেডিক্যাল সেন্টারের উর্দ্ধমুখী/আনুভুমিক নির্মান: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে মেডিক্যাল সেন্টারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও প্রবলভাবে দেখা দেয়। সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক,কর্মকর্তা,কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত সাধারণ মানুষের জন্য সিমিত আকারে হলেও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য মেডিক্যাল সেন্টারের উর্দ্ধমুখী/আনুভুমিক নির্মান কাজের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। এ নির্মাণ কাজে ১ কোটি ৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়। ১লা আগস্ট ২০১৯ তারিখে এ নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়। আশা করা হচ্ছে ডিসেম্বর ২০২০ সালের এর মধ্যেই নির্মান কাজ সম্পন্ন করে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

(১৬) ডরমিটরি (ইউটিলিটি ভবন) নির্মান : শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য ৫তলা ভিতের উপর ৫তলা ভবনের নির্মান কাজ শুরু হয়। নির্মান কাজে ব্যয় ধরা হয় ২ কোটি ৫০ লক্ষ। ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে নির্মান কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ বিজয় দিবসে এটির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

(১৭) গ্রিন ফেন্সিং সীমানা প্রাচীর নির্মান: বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব দিকে দিনাজপুর-ঢাকা হাইওয়ে সংলগ্ন প্রাচীরটি অরক্ষিত ছিল বিধায় নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। গ্রিন ফেন্সিং করে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরটিকে আরো উচু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আর এ জন্য ২ কোটি ২০ লক্ষ অর্থ বরাদ্ধ দেয়া হয়। ১লা মার্চ ২০১৮ তারিখে গ্রিন ফেন্সিং সীমানা প্রাচীরটি উদ্বোধন করা হয়।

(১৮) বায়োগ্যাস প্লান্টসহ ডেয়রী হাউজ নির্মান: ডেয়রী ও পোল্ট্রি ফার্মের বর্জসমূহ যথাযথভাবে ব্যহার করে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মানের উদ্যেগ নেয়া হয়। বায়োগ্যাস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ছাত্র-ছাত্রীদের হল সমূহে ব্যবহার করা হবে। এ কাজে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়। ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে এটি উদ্বোধন করা হয়।

(১৯) বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেইট নির্মান: বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেইন গেইট নির্মানের দাবী অনেক দিনের হলেও এটা নিয়ে কোন উদ্যোগ ইতিপূর্বে নেয়া হয়নি। মেইন গেইট নির্মানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এটি নির্মানের উদ্যেগ নেয়া হয় এবং নির্মানের জন্য ৯০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্ধ দেয়া হয়। ১০ই মে ২০১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেইট নির্মানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১লা ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

(২০) ১০ তলা একাডেমিক ভবন নির্মান: বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগতভাবে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরীসহ অন্যান্য ভৌতিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। একাডেমিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ১০তলা একাডেমিক ভবন নির্মানের অনুমোদন দেয় সরকার। এই ভবন নির্মানে ৯৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্ধ রয়েছে। ২৭ মে ২০১৮

তারিখে ১০তলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। জুন ২০২১ সালের মধ্যে নির্মান কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(২১) ছাত্রী হল নির্মান: ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধান কল্পে ৬তলা ভিত্তের উপর ৬তলা ছাত্রী হল নির্মানের জন্য সরকার কর্তৃক ২১ কোটি ৭১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এই হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আশা করা হচ্ছে জুন ২০২১ সালের মধ্যে হলের নির্মান কাজ সমাপ্ত হবে।

(২২) বৈজ্ঞানিক/ল্যাব যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি/আসবাব পত্র ক্রয় ও ল্যান্ড স্ক্যাপিং: ২০১৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক/ল্যাব যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় এবং ল্যান্ড স্ক্যাপিং বাবদ ৮৬ কোটি ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিকভাবে একাডেমিক কার্যক্রমের প্রভূত উন্নয় সাধন করা হয়। এর ফলে একাডেমিক কার্যক্রমের গতিশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

(২৩) সার্ফেস ড্রেন নির্মান, আভ্যন্তরিন পানি সরবরাহ লাইন নির্মান, ডিপটিউবয়েল, বহি:স্থ বিদ্যুতায়ন এবং ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মান: ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সালে নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌতকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসাবে এসব নির্মান কার্য সম্পন্ন করা হয়। নির্মান কাজে ব্যয় হয়েছে ২৮ কোটি ৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

(২৪) সিসিটিভি স্থাপন: বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ স্থান সমূহে সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। এতে খরচ মোট হয় ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ২শত টাকা মাত্র। ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে এটি কার্যকর করা হয়েছে।

(২৫) ক্যারিয়ার এ্যাডভাইজারি সার্ভিস (CADS) অফিস স্থাপন: ছাত্র-ছাত্রী, বেকার গ্রাজুয়েট এবং নবীন শিক্ষকদের বিভিন্ন সংস্থার চাকুরী অনুসন্ধান, স্কলারশীপ, ফেলোশী, এ্যাসিসট্যান্টশীপ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য টি.এস.সি. বিল্ডিং এর একটি বড় রুম সংস্কার করে CADS অফিস স্থাপন করা হয়। এখানে পরিচালক (CADS) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে CADS অফিস উদ্বোধন করা হয়।

(২৬) ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই লাইন সংযোজন: ২০১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হলসহ বিভিন্ন অফিসে ও আবাসিক এলাকায় সীমিত পরিসরে ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই এর লাইন চালু রয়েছে। আশা করা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড চালু করে জুন ২০২১ সালের মধ্যেই সকল হল, অফিস ও আবাসিক এলাকায় এই সেবা চালু করা সম্ভব হবে।

(২৭) ঢাকাস্থ ভাইস-চ্যান্সেলর এর লিয়াজোঁ অফিস ও গেস্ট হাউজ সংস্কার: ঢাকায় অবস্থিত ভাইস-চ্যান্সেলর এর লিয়াজোঁ অফিস ও গেস্ট হাউজটি ২০০৫ সালে ক্রয় করার পর থেকে কোন প্রকার সংস্কার না করায় অনেক খাট, বিছানাপত্র ও টয়লেটারিস ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এর মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রযোজনীয় সংস্কার করে সবকিছু ব্যবহার উপযোগী করা হয়।

৮। কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রম জোরদার:

(ক) সংস্কৃতিক সংগঠণের তৎপরতা বৃদ্ধি: ছাত্র-ছাত্রীদে মেধা-যাঁচাই, বক্তৃতা অনুশীলন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও নেতৃত্ব উন্নয়নের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থাকলেও সেগুলির কার্যক্রম অনেকটাই স্তমিত হয়ে পড়েছিল। ছাত্র সংগঠন গুলোর গঠন মূলক ও শিক্ষা-মূলক কার্যক্রম সমূহ ২০১৭ সাল থেকে বেগবান করার উদ্যেগ নেয়া হয়। এরই মধ্যে জাতীয় প্রর্যায়ের বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১) সেজুঁতি, (২) অর্ক, (৩)

ডিবেটিং সোসাইটি অব এইচএসটিউ, (৪) রোভার স্কাউট, (৫) রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, (৬) গ্রীণ ক্যাম্পাস, (৭) আর্ট এ্যান্ড লিটারেচার এ্যাসোসিয়েশন, (৮) মডেল ইউনাইটেড, (৯) ইয়েলো ল্যাম্প, (১০) ইকো নেটওয়ার্ক, (১১) প্রথম আলো বন্ধু সভা, (১২) যুব রেড ক্রিসেন্টসহ আরো বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠণ সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে সাধ্যমত সহায়তা ও পৃষ্ঠপোশকতা করছে।

(খ) হাবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতি: অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক সমিতির কার্যক্রম চালু থাকলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বছরেও সাংবাদিক সমিতির কার্যক্রম চালু করা হয়নি। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১৭ সালের নভেম্বর সর্ব প্রথম হাবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতি গঠন করা হয়। বর্তমানে এ মতিতির কার্যক্রম পুরাদমে চালু রয়েছে।

(গ) এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রম: এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম। এটি এতদিন ঢিলাঢালভাবে চালু থাকলেও ২০১৭ সালে বিদ্যমান জিমনেশিয়ামটিতে ৪ লক্ষ টাকার ইনডোর ও আউটডোর খেলার সামগ্রি ক্রয় করে এর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে আরো ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকর খেলার সামগ্রি সংযোগ করে এটি উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়, ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে জিমনেশিয়ামটি সবরকম সুযোগ-সুবিধাসহ নতুন করে উদ্বোধন করা হয়।

৯। যানবাহন সংযোজন:

২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট যানবাহনের সংখ্যা ছিল ২৪টি এবং বর্তমানে এর সংখ্যা হলো ৪০টি। ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১৬টি যানবাহন সংযোজন করা হয়। এর মধ্যে বড় বাস-৫টি,মিনি বাস-৩টি ,মাইক্রোবাস-৪টি, জীপ-১টি, পিক-আপ-১টি, এ্যাম্বুল্যান্স-১টি এবং ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারি ক্লিনিক-১টি।

১০। সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ:

১) বোটানিক্যাল গার্ডেন এর ফুটপাত তৈরী ও সৌন্দর্য বর্ধণ ও পানির ফোয়ারা স্থাপন: একাডেমিক ভবন-১ এর পূর্ব দিকে দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়ক সংলগ্ন বোটানিক্যাল গার্ডেনটি অব্যবস্থাপনা ও ময়লা-আবর্জনা ফেলে একটি আস্তাকুড়ে পরিণত হয়েছিল। দুর্গন্ধে বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশ দিয়ে চলাফেরা করা প্রায় দূষ্কর হয়ে পড়েছিল। এমতাবসস্তায় এটি সংস্কারের কাজে হাত দেয়া হয়। বোটানিক্যাল গার্ডেনের চারিদিকে ফুটপাত তৈরী, ছাত্র-ছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা ও একটি দৃষ্টিনন্দিত পানির ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়। এসব কিছু করতে খরচ হয় ১৫ লক্ষ টাকা। ১৭ই আগস্ট ২০১৮ এটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

২) শিশুপার্ক সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন: বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিশুপার্কের অস্তিত্ব থাকলেও এটি একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে দীর্ঘদিন যাবত পড়েছিল। সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রায় ১ বিঘা বিশিষ্ট এ শিশুপার্কটি ২৭শে জুন ২০১৯ তারিখে শিশুদের ব্যবহার ও বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

৩) লিচু বাগানে গার্ডেনে লাইট স্থাপন: এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ও এ্যানিম্যাল সায়েন্স অনুষদ চত্বরে অবস্থিত এ লিচু বাগান। লিচু মৌসুমে বহিরাগত লোক রাতের অন্ধকারে লিচু চুরি করে বিশ্ববিদ্যায়ের আর্থিক ক্ষতিসাধন করে। তাই লিচু বাগানের অন্ধকার দূরীভূত করা এবং এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়। গাছের গোড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করা হয় এবং গার্ডেন লাইট সংযোজন করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে এটি উদ্বোধন করা হয়।

৪) উল্লম্ব ঝুলন্ত ফুল বাগান: বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সামনের খালি জায়গায় ফুল বাগান থাকলেও এটিকে আরো সৌন্দর্যময় করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। ফুল বাগানের ভিতরে স্টিলের ফ্রেম দিয়ে একটি উল্লম্ব ঝুলন্ত ফুল বাগানের কাজ হাতে নেয়া হয়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ হয় এই উল্লম্ব ঝুলন্ত ফুল বাগান তৈরী কাজ শুরু হয়। বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এ কারণে বিলম্ব হলে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি উদ্বোধন করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৫) টি.এস.সি. ও ক্যাফেটেরিয়ার সম্মুখে পার্কিং টাইলস্ স্থাপন: বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়াম সমূহ এবং অন্যান্য জায়গায় সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করার সুযোগ থাকলেও খোলা জায়গায় কোনো অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখে পার্কিং টাইলস্ বসিয়ে খোলা জায়গায় অনুষ্ঠানাদি করার ব্যবস্থা করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয় প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। এটি জুলাই ২০১৯ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

উপসংহার/শেষকথা:

বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের চ্যান্সলর কর্তৃক ৪ বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে প্রফসর ড. মু. আবুল কাসেম ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলর হিসাবে যোগদান করেন। যোগদানের দিন থেকেই নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে প্রতিটি মুহুর্ত তাঁকে পার করতে হয়েছে। যোগদানের পূর্বে তিনি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "হেকেপ" এর আওতায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উপদেষ্টার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলর হিসাবে যোগদান করেন। উদ্দেশ্য একটাই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সবদিক দিয়ে একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা। এর আগে তিনি অনেকবার বিশ্বের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন, বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগও পেয়েছেন বহুবার। কিন্তু তিনি দেশ মাতৃকার টানে বারবার দেশের মাটিতেই ফিরে এসেছেন, দেশকে সেবা দিতে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন দেশ তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে, পরিবর্তে তারও দায়বদ্ধতা রয়েছে দেশকে কিছু দেবার। ভাইস-চ্যান্সলর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়সহ সকল কাজে সফল হতে হলে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারস্পরিক মত-বিরোধ, দলাদলি ভূলে গিয়ে একাত্ব হয়ে কাজ করার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একজন ভাইস-চ্যান্সলর অর্থনৈতিকভাবে শতভাগ স্বচ্ছ থেকে, কোন প্রকার স্বজন প্রীতি না করে, কোন বিশেষ গোষ্টি বা দলকে সুযোগ সুবিধা না দিয়েও শুধুমাত্র শিক্ষক, কর্মকর্তা, ও কর্মচারীদের মতবিরোধ ও দলাদলি এবং স্বার্থন্বেষী মহল কর্তৃক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থে ব্যবহার করে একজন সফল ভাইস-চ্যান্সলর এর সকল সফলতা ম্লান করে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। চার বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, গ্রামোন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কতটুকু সফল হয়েছেন সে বিচারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের।